জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 15 ❑ 29 June, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
M : 9733901247

ঠাকুরবাড়ির মন্দিরকে সামনে রেখে ব্যবসা করছে শান্তনু ঃ বিশ্বজিৎ

প্রতিনিধি ঃ মতুয়াদের ঠাকুরবাড়ি এবং হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরকে সামনে রেখে ব্যবসা করছেন বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। রবিবার এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। ২৪ জুন গোপালনগরের পাল্লা পঞ্চায়েতের ভান্ডারকোলায় জনসভা করেছিল বিজেপি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রবিবার বিকেলে ওই একই মাঠে সভা করল তৃণমূল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস সহ অনেকে। সেই মঞ্চ থেকে বিশ্বজিৎ বাবু অভিযোগ করে বলেন, "হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর এর মন্দিরকে সামনে রেখে শান্তনু ঠাকুর ব্যবসা ও রাজনীতি করছেন। মানুষ এর জবাব দেবে।"

এদিনের সভা থেকে বিশ্বজিৎ বাবু হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ২০২৪ এর লোকসভা ভোটের পর বিজেপি নেতারা জেলের মধ্যে ঢুকবে। এই ইডি সিবিআই রা তাদের গ্রেফতার করবে। শুভেন্দু অধিকারী স্বপন মজুমদাররাও জেলের বাইরে থাকবেন না।

দিন কয়েক আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে

গিয়েছিলেন। ওই সফর ঘিরে ব্যাপক গোলমাল হয়েছিল। হরিচাঁদ মন্দিরে তিনি পুজো দিতে পারেননি। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জ্যোতিপ্রিয় বাবু বলেন, "ঠাকুরবাড়িতে সব মানুষের যাতায়াত থাকবে। আমি প্রায় দশ হাজার বার ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত করেছি। ঠাকুরবাড়ির মন্দিরে যাওয়ার অধিকার সবার আছে। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মন্দিরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হলো, এটা লজ্জার।"

তিনি আরও দাবি করে বলেন, "আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি একজোট হয়েছে। ওরা গন্ডগোল পাকানোর পরিকল্পনা করবে। কিন্তু আমরা অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাব। জেলার ১৯৯টি পঞ্চায়েতই আমরা দখল করব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ তুলে ব্রাত্য বসু বলেন, "আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মন্দিরে ঢুকতে না দিয়ে শান্তনু ঠাকুর মন্দিরে ঠাকুরকে নয়, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। মতুয়ারা এর জবাব দেবেন।"

শান্তনুকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, "আর কিছুদিন পরে রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে ক্ষমতা থাকলে হরিচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরের মাটি ওখানে রেখে আসুন। সিআরপিএফ জওয়ানরা লাঠিপেটা করবে। সেটাও আমরা দেখব।"

তৃতীয় পাতায়...

বড় মাকে কথা দিয়েও উল্টো পথে হাঁটছে মুখ্যমন্ত্রী ঃ শান্তনু

প্রতিনিধিঃ এ রাজ্যে সিএএ লাগু করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত বড়মা বীণাপাণি দেবীকে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সে কথা না রেখে উল্টো পথে হাঁটছেন বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। শনিবার গাইঘাটার ঠাকুরনগরে মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন শান্তনু। সেখানে শান্তনু অভিযোগ করে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বড় মাকে সিএএ সমর্থন করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। তার এমপি-রা পার্লামেন্টে সিএএ- কে সমর্থন করবেন। কিন্তু তা না করে মুখ্যমন্ত্রী উল্টো পথে হাঁটছেন। বড়মার উপরে উনি কি কি উপকার করেছেন সেই জয়গান প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।"

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আরো অভিযোগ তোলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি এ রাজ্যে সিএএ প্রয়োগ করতে পারেনা। এই রাজ্যের সরকারেরও ভূমিকা থাকতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তু মানুষদের সঙ্গে দ্বিচারিতা করছেন। এই নাটক বন্ধ হোক। উনি রাজনৈতিক ফায়দার জন্য সিএএকে সমর্থন করছেন না।

এ বিষয়ে বনগাঁর প্রাক্তন সাংসদ মমতা ঠাকুর পাল্টা বলেন, "সিএএ- এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে মতুয়াদের ভাওতা দিয়েছে বিজেপি সরকার। মতুয়ারা বুঝতে পেরেছেন। তারা আর বিজেপির দিকে নেই। সে কারণেই শান্তনুর মাথা খারাপ হয়ে ভুলভাল বকছে।"

তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "মতুয়াদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড রয়েছে। মতুয়ারা ভোট দেন। ইতিমধ্যেই ওরা নাগরিক। পঞ্চায়েত ভোটের আগে

মানুষকে বোকা বানাতে শান্তনু ভুলভাল বকছেন।"

প্রসঙ্গত, মতুয়ারা দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকত্বের দাবি জানিয়ে আসছেন। মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এসেও মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও সেই প্রতিশ্রুতি আজও কার্যকর হয়নি। ফলে মতুয়ারা ক্ষুব্ধ। সেই কারণেই শান্তনু ঠাকুর পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে চাইছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

কংগ্রেস বিজেপি জোটের নামে প্রার্থীদের ছবি, সিম্বল দিয়ে ব্যানার, অশুভ আঁতাত বলে কটাক্ষ তৃণমূলের

জয় চক্রবর্তী ঃ জোটের প্রার্থী হিসাবে বিজেপি কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে বাজারে ও গ্রামের মধ্যে দেওয়াল লিখন ও পোস্টার পড়লো। ব্যানারের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। জানা গিয়েছে, বনগাঁর সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগান গ্রাম ২৫০ নম্বর বুথে বিজেপি ও কংগ্রেসের প্রার্থীদের ছবি ও সিম্বল দিয়ে বেশ কিছু জায়গায় দেওয়াল

লেখা হয়েছে এবং বাগানগ্রাম বাজারে ব্যানার লাগানো হয়েছে। সেই ব্যানারে দুই দলের প্রার্থীদের জোট প্রার্থী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিজেপি প্রার্থীর নাম শিল্পী বালা ও কংগ্রেস প্রার্থীর নাম পবিত্র সরকার। যদিও জানাজানি হতেই বাগান গ্রাম বাজার থেকে ব্যানারটি খুলে নেওয়া হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী শিল্পী বালা বলেন, "তিনি বিজেপির টিকিটে দাঁড়িয়েছেন? কারা এসব করেছে তার জানা নেই। এসব বিরোধীদের কাজ হতে পারে। কংগ্রেস প্রার্থী পবিত্র সরকার বলেন, "আমি কংগ্রেসের থেকে লড়াই করছি আমার সঙ্গে কারোর কোন জোট নেই। আমরা প্রত্যেকেই চাই অবাধ শান্তি পূর্ণ নির্বাচন হোক, মানুষ যেন নিজের ভোটটা দিতে পারে। এই ব্যানার ও দেয়াল লিখনের বিষয় তৃণমূল প্রার্থী সবিতা রানী বিশ্বাস বলেন, "হেরে যাওয়ার ভয়ে গ্রামে বিজেপি কংগ্রেসের একটা অশুভ আঁতাত হয়েছে। ওরা একসঙ্গে দেয়াল লিখেছে, ব্যানারটা টাঙিয়েছে। এ বিষয়ে বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রে বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বলেন, "বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের কোন জোটের বিষয় নেই। তৃণমূলের অত্যাচারে এখানে নিচু তলার মানুষ একজোট হয়েছে। এটা বিরোধীদল চক্রান্ত করে তৈরি করে খাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কারণ, বনগাঁর সাংগঠনিক জেলার কোথাও তৃণমূল জিতবে না। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "এটা জোট নয়, এটা ঘোট। বিজেপি কংগ্রেসের অশুভ আঁতাত। আমরা আগেও বলেছিলাম, ওদের মধ্যে আঁতাত রয়েছে এটা তারই প্রমাণ। এসব করে কোন লাভ হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের জন্য গ্রামে তৃণমূলই জিতবে।

ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ, চাঞ্চল্য

প্রতিনিধি ঃ বাড়ির পাশের এলাকা থেকে এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুন করা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ালো এলাকায়। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগর শিমুলপুর হাজরা তলায়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যবসায়ীর নাম নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস (৪৩)। তার মাথায় একাধিক ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ব্যবসায়িক পুরোনো শত্রুতার জেরে খুন করা হতে পারে নিত্যবাবু। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত ব্যবসায়ীর প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, নিত্য হোটেল ব্যবসার পাশাপাশি নিষিদ্ধ মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর ঠাকুরনগরে রেল লাইনের পাশে একটি হোটেল রয়েছে। বিকালে বাড়ি থেকে দোকানে আসার কথা বলে বেরিয়েছিলেন। রাত ১১ টা নাগাদ এলাকার বাসিন্দা মন্মথ রায় নিত্যকে বাড়ির সামনের রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। নিত্যর বাড়ির সদস্যদের ডেকে তাদের নিয়ে নিত্যকে উদ্ধার করে চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মন্মথর দাবি, নিত্যর মাথায় একাধিক ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। তাকে খুন করা হয়েছে। যদিও এই ঘটনার বিষয়ে মৃতের পরিবারের লোকেরা কোন কথা বলতে চাননি।

COMPUTER &
PRINTER REPAIRING

যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805

ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ১৫ ❐ ২৯ জুন, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

বৃষ্টিতে ভোটদান, ভেবেছেন কি!

৮ই জুলাই পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘন্ট যতই এগিয়ে আসছে, ততই সব দলের সাজো সাজো রব শুরু হয়ে গেছে। সবদলেরই একটা যুদ্ধং দেহি মনোভাব। ছকের পর ছক কষতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম ও তৃণমূল, 'নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী...' একেবারে আগ্রাসী মনোভাবে এগিয়ে চলেছে। কেউ এতটুকু জায়গা ছাড়তে নারাজ। কিন্তু প্রকৃতি তার স্বভাব সিদ্ধে অটল, অর্থাৎ এখন বর্ষার মরশুম। মেঘেদের রং বদলাতেও শুরু করেছে। বর্ষার প্রাণের আনন্দধারায় স্বস্তির আশা এনে দিয়েছে আমাদের মনে। কিন্তু কথা হল, এই বর্ষা মরশুমে ভোটদান পর্ব কী সঠিক বিচার হল! এক-দুই ঘন্টা বৃষ্টিতে ভিজে মানুষ ভোট দেবে? মানলাম বৃষ্টি সেদিন হলো না, কিন্তু হবে না এই গ্যারান্টি কোথায়? বিপ্লব যেমন ঘন্টা বেজে আসে না, তেমনই বৃষ্টি কিন্তু হঠাৎ প্রকাশ পায় তার আড়ম্বর নিয়ে। যদি ৮ই জুলাই প্রবল বর্ষণ হয়, তাহলে তো সব মাঠে মারা যাবে। এত আয়োজন সব তো বিফলে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা হল, এত বড় নির্বাচন কখনও বৃষ্টির মরশুমে আগে হয়নি। দু-একটা উপনির্বাচন হয়তো হয়েছে যা হয়েছে শীতের মরশুমে, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর বড় নির্বাচন আমার স্মরণে শীতেই হয়েছে। আচ্ছা! গ্রামের ভোটাররা বৃষ্টির জল মাথায় নিয়ে, জল কাদা ঠেঙিয়ে ভোট দেবে তো! এই মুহূর্তে বিশ্বকবির মহান কয়েকটা কথা মনে পড়ে গেল, 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে, তিল ঠাই আর নাহিরে। ওগো আজকে তোরা যাসনে ঘরের বাইরে...।' যদি ৮ই জুলাই 'ঝরঝরো মুখর বাদল দিনে' হয় তাহলে মানুষ ভোট দিতে ঘরের বাইরে আসবে কি?

ভোট উৎসবে সেজে উঠেছে গ্রাম বাংলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। মনোনয়নপত্র জমার পর থেকেই দেওয়াল দখল এবং দেওয়াল লেখা দিয়ে শুরু হয় শাসক ও বিরোধী দলের প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারাভিযান। এরপর প্রার্থীদের ছবিসহ ফ্লেক্স- ফেস্টুন ও দলীয় পতাকা লাগানোর কাজ।

হাট, বাজার রাস্তার দু'ধারে এমনকি অলি-গলিতে বিভিন্ন দলের পতাকা, ফ্লেক্স ও ফেস্টুনে সেজে উঠেছে পল্লীর জনপদ। বহু স্থানে বৃক্ষরাজিকে পেরেকে বিদ্ধ করে লাগানো হয়েছে দলীয় পতাকা ও প্রার্থীর এবং দলীয় নেতৃবৃন্দের ছবি সহ প্লাকার্ড। ভোট উৎসবকে ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সাজো সাজো রব। সেই সঙ্গে রঙ-বেরঙের পতাকা- ফ্লেক্স ও প্লাকার্ডে জমজমাট ভোটের লড়াই। তবে এবারে দেওয়াল লিখন থেকেও ছোট-বড় ফ্লেক্স-ফেস্টুনে প্রচারের আধিক্য চোখে পড়ছে অনেক বেশি।

সখের নাট্যশালা থেকে আজকের গ্রুপ থিয়েটার

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে, ১৭৫৩ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ থিয়েটার পর্ব। ১৮২৮ থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত নব্য শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা প্রচুর পরিমাণে শেক্সপিয়রের নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। ১৮৩১ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত সখের নাট্যশালা ও জমিদারি থিয়েটারের যুগ। ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার এবং সাধারণ থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা। কীভাবে সেদিনের সখের নাট্যশালা থেকে গ্রুপ থিয়েটার হল সে সম্পর্কে কলম ধরলেন— নির্মল বিশ্বাস।

নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

তাছাড়া এইসব মঞ্চ মুক্তমঞ্চের থেকেও অনেক বেশি অর্থ, সম্মান ও গ্ল্যামার দ্রুত এনে দিতে সক্ষম।

দিল্লি ভারতের রাজধানী। সেখানে রয়েছে আমাদের দুরদর্শনের প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু দিল্লিতে কেবল সিনেমা বা টিভি সিরিয়াল তৈরি হয় না। কারণ সেখানে নেই সিনেমা বা সিরিয়াল তৈরির স্টুডিও। নেই সেখানে সিনেমা বা সিরিয়াল তৈরির কারিগর। তাই সেখানে হয়তো "গ্রুপ থিয়েটার"-এর প্রকোপ আজও চোখে পড়ার মতো। এই প্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে, দিল্লিতে দুর্গা পুজোর সময় সেখানকার কালীবাড়িতে মুম্বাই, পাটনা, বোকারো বা কলকাতা থেকে বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের নাটকের দলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনা হচ্ছে এবং আজও নাটকগুলি দেখার জন্য তিল ধারনের জায়গা থাকে না সেখানে।

আজ আমরা যারা কলকাতাকে ভারতবর্ষের শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে গর্ব করি। বিগত সত্তরের দশকের পর থেকেই একের পর এক বড় বড় নাট্যদলগুলি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে। যেমন ভেঙেছে উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটার। এখন যা, পি এল টি অর্থাৎ পিপল লিটল থিয়েটার নামে পরিচিত। ভেঙেছে নান্দীকার, যা ভেঙে এক সময় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় গড়ে তুলেছিলেন যার নাম নান্দিমুখ। নান্দীকার অবশ্য রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের দল। থিয়েটার ওয়ার্কশপের অস্তিত্ব এখন আর সেভাবে নেই। বিভাস চক্রবর্তী "অন্য থিয়েটার" নামে একটি নাট্যদল পরিচালনা করতেন।

যে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়া যতটা কঠিন, ভেঙে ফেলা তার থেকে অনেক সহজ। তাই আজকাল থিয়েটারগুলি বিভিন্ন কারণে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, কোনো কোনো গ্রুপ থিয়েটারের অস্তিত্ব হয়তো আর নেই। আবার কিছু কিছু দলের কর্মীরা মিলে নতুন দল গড়ে তুলেছেন। এর পেছনে যে কারণগুলি কাজ করছে তার প্রথম কারণ হল, নাট্যদলগুলি ভাঙছে যখন অর্থাগম হতে শুরু করে। আর দ্বিতীয় কারণ হল, খুবই সনাতন ও বিতর্কিতও বটে। তা হল মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপার।

আমরা দেখেছি গত শতকের সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা গ্রুপ থিয়েটারগুলি ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে। এমন একটা সময় ছিল যখন আর্থিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে লড়াই করে গ্রুপ থিয়েটারগুলি চলতো এবং বিপুল পরিমাণ দর্শকও নাটক দেখতেন। ওই সময় এই

কলকাতাতে পেশাদার থিয়েটার এবং গ্রুপ থিয়েটার দুটোই দর্শকদের খুশি করেছে। যেমন, "সেতু" বা "ক্ষুধা" নাটকের পাশাপাশি "রক্তকরবী", "পুতুল খেলা", "রাজা অয়েদিপাউস", "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ", "প্রসেসর মেমলক"-এর মতো এই নাটকগুলিও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। "নাট্যকারের সন্ধানে ছয়টি চরিত্র", "খড়ির গণ্ডী", "ফুটবল", "আন্তগোনে", "চাকভাঙা মধু", এবং "সাজানো বাগান"-এর মতো নাটক দেখার জন্য দর্শকের অভাব হতো না। সকাল দশটায় নিউ এম্পায়ারে বহুরূপীর নাটক দেখার জন্য হাওড়া, হুগলি, বেহালা, ক্যানিং, বারুইপুর, খড়দা, নৈহাটি এবং বনগাঁ থেকেও মানুষ এসে লাইন দিত। আজ আর এসব দেখা যায় না। অগ্নিকাণ্ডের পর "স্টার"-কে নতুন করে সাজানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো দল বা নাট্যগোষ্ঠীকে সেখানে নাটক করতে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

তবে একথা ঠিক যে, গ্রুপ থিয়েটারের পরিবর্তন না ঘটলেও দর্শকের মনোভাব বদলে গিয়েছে। নিত্যদিনের জীবনযাত্রায় মানুষের দায়বদ্ধতা বেড়ে চলেছে, তার ফলেই সাধারণ মানুষ থিয়েটারের ক্ষেত্রে তাঁদের মনসংযোগ খাটো করেছে। বিশেষ করে কলকাতার উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গ্রুপ থিয়েটারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে অর্থ সহায়তা করা উচিত। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের সামান্য অনুদান মিললেও তা বরাতে জোটে মুষ্টিমেয় কয়েকটি দলের। "নাট্য উৎসব" বা "নাট্যমেলা"গুলিও রাজ্য সরকার বা পৌরসভার ব্যয়ে হয়ে থাকলে কিছু তো গাঁটের পয়সা ব্যয় করতে হয়।

একথা স্বীকার করতেই হবে নির্দিষ্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেখানে ভালো নাটক হচ্ছে সেখানে মানুষ আসেন। "মাধব মালঞ্চি কইন্যা" কেবল কলকাতাতে ২৭০টি শো হয়েছে। আর সবকটিই শো ছিল হাউসফুল। তেমনি আবার "স্বপ্নসন্ধানী" নাটক তো সুজাতা সদনে তাঁদের সৃষ্টি দিয়ে দর্শকদের আকৃষ্ট করেছে। পরিবর্তনশীল সমাজে এখানকার দর্শকরা আর তাঁদের মান অনুযায়ী বিনোদন বা ভাবনাচিন্তার খোরাক পাচ্ছেন না। কাজেই গ্রুপ থিয়েটারকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে বদলাতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বললেই নয়। সেটা হল গ্রুপ থিয়েটারের নারীদের নিয়ে আলোচনা বা বিবাদ যা আগেও ছিল, আজও আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। আগামীদিনে গ্রুপ থিয়েটারে ভালো উপস্থাপনা সবচেয়ে জরুরি। বিষয়ভিত্তিক নাটক উপহার দিতে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। যতই প্রতিকূলতা আসুক না কেন, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-রা আমাদের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের স্বমহিমায় এবং থিয়েটারের হল থেকে যতই শপিংমল সৃষ্টি হোক, মফস্বল গ্রামবাংলাসহ শহরের কয়েক হাজার গ্রুপ থিয়েটারের বৃহদাংশ এখনও লড়াইয়ের ময়দানে সামিল। সুস্থ মুল্যবোধ, বিভিন্ন সামাজিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাঁদের সজাগ সৃষ্টিগুলিকে একত্রিত করা হলে তার পরিমাণ আমাদের হতাশ তো করেই না বরং আশান্বিত করে। **সমাপ্ত...**

নচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

গির ন্যাশনাল পার্ক

অজয় মজুমদার

কুড়ি অক্টোবর ২০২২, আমরা সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে দিউ থেকে গির অরণ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হই। দিউ থেকে গির অরণ্যের দূরত্ব ৬৫ কিলোমিটার।

গির জাতীয় অরণ্য গুজরাটের জুনাগড়ের মধ্যে অবস্থিত। ১৯৬৫ সালে এই জাতীয় অরণ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ১১৫৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই জাতীয় উদ্যানটি এশিয়াটিক সিংহ-র জন্য বিখ্যাত। গির জাতীয় অরণ্যের পাশেই হোটেল স্টার নামের হোম স্টে-তে আমরা উঠলাম। অবস্থান এবং ঘরগুলি দেখে সবারই মন ভরে গেল। তবে এখানে থাকবো তো মাত্র দুটি রাত ও জঙ্গলটি মেনডারদা— মহকুমা বা তহলকা, জেলা— জুনাগড় ,ব্যাংক অফ বরোদার পাশেই। মে ২০১৫ সালে ১৪ তম এশিয়াটিক সিংহ (প্যান্থেরা লিও পারসিকা) গণনা হয়েছিল। সিংহের সংখ্যা ছিল ৫২৩টি। গির জাতীয় উদ্যান ১৬ জুন থেকে ১৫ ই অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকে। এখানে ভ্রমণের সেরা সময় ডিসেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে। মে মাসে খুব গরম থাকে, তবে বন্য জীবন দেখার এবং ছবি তোলার এটাই সেরা মাস। গির অরণ্যে গত পাঁচ বছরে ১০০ শতাংশ সিংহ বেড়েছে। বর্তমান সিংহের সংখ্যা ১০০০ অতিক্রম করে গিয়েছে। সিংহের উপস্থিতি এখন সৌরাষ্ট্রের উপকূলীয় অঞ্চলগুলির আশেপাশে রয়েছে। তারা অনুকুল পরিবেশে প্রজনন করে চলেছে।

গির অরণ্যের একটি স্থলভাগ রয়েছে। স্থলভাগ গুলো এবড়ো- খেবড়ো ও চড়াই উতরাই। বিচ্ছিন্ন পাহাড়, মালভূমি এবং উপত্যকা নিয়ে গঠিত। সিংহ ছাড়াও গির অরণ্যে অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী— সরীসৃপ, নানা জাতের ইন্ডিয়ান সর্প (Snake), পাখি এবং কীটপতঙ্গের প্রজাতির পাশাপাশি প্রচুর উদ্ভিদের একটি অনন্য আবাসস্থল। গিরের বিখ্যাত ফ্লোরা বা উদ্ভিদ গোষ্ঠী হল— সেগুন, দুধলক্ষীর (রিটিয়া টিনক্টোরিয়া), ধাভডো (অ্যানোজিসিস ল্যাটিফোলিয়া), হারমো, সাদাদ, খাখরো ইত্যাদির ফনা বা প্রানী গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- সিংহ (ত্রেশিয়াটিক), চিতা বাঘ, হায়েনা, চিতল

হরিণ, সাম্বার, বুলে ষাড়, চৌশিঙ্গা, বুনো শুয়োর, কুমির।

উল্লেখ যোগ্য পাখি হল— মালাবার হুইসলিং থ্রাস, অ্যাবেঞ্জ হেডেড গ্রাউন্ড থ্রাশ, প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার, ব্ল্যাক নেপড, ফ্লাই ক্যাচার, ইন্ডিয়ান পিটা, টাউনি, ঈগল, বোনেলির ঈগল, ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল কিং, শকুন, ক্রোস্টেড হক ঈগল, শকুন, পেইন্টেড স্টার্কস, পোলিকানস।

দ্যা এশিয়ান লায়ন সবচেয়ে রাজকীয়। প্রকৃতির একটি অনন্য উপহার। শিকারের কৌশল সহ একটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রানী। সাধারনত প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা, তাদের শাবক এবং কয়েকটি পুরুষ নিয়ে শিকার করে থাকে। বেলা দুটোয় সাফারির জিপ এল আমাদের নিতে। প্রতি জিপ গাড়িতে ছয় জন। ভাড়া ৪৫০০ টাকা। 'আমরা চললাম গির অরণ্য সাফারিতে ও জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা ভীষণ এবড়ো— খেবড়ো বা চড়াই উৎরাই রাস্তা। ভীষণ ঝাঁকুনি। ছবি তুলতে গেলে ক্যামেরা বা মোবাইল ছিটকে পড়ার মতো। সাফারি নিয়ন্ত্রকেরা জঙ্গল রুটকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেন, অন্য রুটে যাওয়া চলবে না, এই নির্দেশ আমাদের পারমিটের সঙ্গে রয়েছে। আমরা ভাবি এই জঙ্গলের রাস্তা ওরা কিভাবে মনে রাখে। আমরা দেখলাম বুনো শুকর, অনেকগুলি ময়ূর (নানা প্রজাতি), নানা প্রজাতির হনুমান, সাম্বার, নীলগাই এবং সবশেষে আমাদের দলের অনেকেই সিংহ দেখেছে— তার রাজকীয় ভঙ্গিতে ও সবাই ছবিও তুলেছে। গির অরণ্যের মধ্যে দিয়ে রেল লাইন গেছে জঙ্গলের রাস্তায় সেজন্যে গেটও পড়ে। গাড়ি পার হতে ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় লাগে। একটু এগিয়ে গেলেই লেক। সেখানে কুমির প্রজেক্ট চলে। আমরা দু'একটি কুমিরকে দেখেছিলাম সাঁতার কাটতে। প্রকৃতপক্ষে এত বড় অরণ্য একদিনে দেখে শেষ করা যায় না। যাই হোক জঙ্গলের জন্যই এখানে আসতে হয় এবং সাফারি নিয়ে বিভিন্ন রুটে গেলে তবে সামান্য কিছু বোধগম্য হওয়া সম্ভব। বনের বাইরে সুন্দর একটি বাজার আছে। সেখানে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ম্যাংগো পাল্প। আশেপাশে প্রচুর আমের চাষ হয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মালদা-র মত। অন্যান্য রাজ্য থেকেও এখানে আম আসে এবং আম প্রসেসিং কাছেই কোথাও হয়। আমরা ৪ কেজি ম্যাংগো পাল্প কিনেছিলাম মাত্র ৪০০ টাকায়। অল্প কিছু গোয়াভা পাল্প আমরা কিনি। আমরা ফিরে আসি প্রায় ছটা নাগাদ। তারপর আমরা আবার ওই বাজারটায় একটু ঘোরাঘুরি করি। আমাদের ট্যুরের কর্ণধার ডাক্তার হারুন শাহারুন ১৪ কিলোমিটার দূর থেকে মোটরসাইকেলে করে মটন জোগাড় করে পিকনিকের ব্যবস্থা করল। মাংসের দাম ৭৫০ টাকা কিলো ও এদিন রাতে সবাই তবা তওবা করে সেই সুস্বাদুযুক্ত মটন খেলো। পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমরা আমেদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। গির অরণ্য থেকে আমেদাবাদের দূরত্ব ৪০২ কিলোমিটার। আমরা সকাল আটটায় বের হলাম। সন্ধ্যা আটটায় পৌঁছালাম। রাতের খাবার আমাদের হাতেই দিয়ে দিল দায়িত্বপ্রাপ্তরা। আমরা ৮ নম্বর প্লাটফর্মে চলে গেলাম, বি-২ তে আমাদের ছয়জনের সিট পড়েছে। এই রাতের পরে সম্পূর্ণ ভ্রমনটাই ইতিহাস হয়ে যাবে। বিদায় গুজরাট- বিদায়।

সহপাঠী'র মাদক বিরোধী দিবস উদ্‌যাপন

প্রতিনিধি ঃ বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৯৯৮ সালের মাধ্যমিক এবং ২০০০ সালের

উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রাক্তণীরা গত ২৬ জুন

বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবসে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পথ হাঁটলেন রাজ্য সরকারের আবগারি দপ্তরের সাথে। 'সহপাঠী' নামের প্রাক্তণীদের এই সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে গত ২ অক্টোবর, ২০২২।

বনগাঁ হাসপাতালে রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে খাবার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে পরবর্তী সময়ে ট্রাইসাইকেল প্রদান, ছোট্টশিশুর পড়াশোনার ব্যয়ভার বহনসহ আরও অন্যান্য সামাজিক কাজ তারা ইতিমধ্যে সফলতার সাথে সম্পাদন করেছে।

বিশ্বমাদক বিরোধী দিবসে, র‍্যালীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল সাওতালী মহিলাদের সমবেত নৃত্য। এই র‍্যালী বনগাঁ শহরের বিভিন্ন মুখ্য রাস্তায় মানুষের মাঝে বার্তা প্রদান করে পথ হেঁটেছে। যুব সমাজে ড্রাগের নেশার ক্ষতিকারকদিক তুলে ধরে নেশামুক্ত সমাজ গড়বার লক্ষ্যে সহপাঠী'র এই প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে জনমানসে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।

গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদে গ্রন্থ প্রকাশ ও আলোচনা সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদে গত ২৫ জুন অপরাহ্নে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গোবরডাঙা পত্রিকার ৭ম বর্ষের বর্ষ। সংখ্যা ও হাসিরাশি দেবী প্রনীত কুশদহের ইতিহাস (পুনর্মুদ্রন) গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। বিশিষ্ট অধ্যাপক শেখর ভৌমিকের পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য গুনীজনদের মধ্যে ছিলেন বর্ষিয়ান শিক্ষাব্রতী পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শক্তিনাথ সাহা, বিশিষ্ট গবেষক তপন ঘোষ প্রমুখ। গবেষণা পরিষদের সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষক ও আহ্বায়ক দীপক কুমার দাঁ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক ভাবে গোবরডাঙা পত্রিকার এবং কুশদহের ইতিহাস গ্রন্থটির প্রকাশ করেন শিক্ষক প্রবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শক্তিনাথ সাহা। পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান শেষে আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক নানা প্রসঙ্গের উত্থাপন করে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক ও গবেষক তপন ঘোষ, শক্তিনাথ সাহা, পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কলেজ ছাত্রী কেয়া ঘোষের কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। বহু বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে এদিনের সমস্ত কর্মসূচী সার্থকতা লাভ করে।

চলন্তিকার রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন ৬২জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট কাটাতে বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে আয়োজন করে ঠাকুনগরের সুপ্রাচীন সমাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন চলন্তিকা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ। গত ২৫ জুন সকালে সংস্থা অঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে আয়োজিত উৎসবের সূচনা করেন চলন্তিকার অন্যতম শুভ্যান্যুধ্যয়ী প্রাক্তন সাংসদ ডঃ অসীম বালা। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে সংস্থার সম্পাদক সজল বাইন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রদীপ দত্ত। সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজারা, তপন মণ্ডল, পরিবেশ প্রেমী শিক্ষক অরিন্দম দে প্রমুখ। সংগঠনের সভাপতি শিক্ষক গোবিন্দ দত্ত উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আয়োজিত রক্তদান উৎসবের সাফল্য কামনা করেন। স্বগত ভাষণে সম্পাদক সজল বাইন তাঁর বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানের বছরভর বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের খতিয়ান তুলে ধরেন। রক্তদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, পরিবেশপ্রেমী শিক্ষক ও ১০৪ বারের রক্তদাতা অরিন্দম দে এবং সংগঠনের প্রাক্তন সম্পাদক অলক কুমার মণ্ডল, ডঃ অসীম বালা প্রমুখ।

প্রয়াতা শিক্ষিকা অঞ্জলী রানী বিশ্বাস স্মরণে আয়োজিত রক্তদান উৎসবের সূচনা করেন বনগ্রাম মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড

ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ গৌরী মণ্ডল। স্বাস্থ্যকর্মী সন্দীপন দত্ত জানান, এদিন ৬২ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাগণের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলাও ছিলেন, উদ্যোক্তারা প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে একটি করে কমলালেবু গাছের চারা তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

শিল্পায়নে কাঁচরাপাড়া ফিনিক এর নাট্যানুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৫ জুন গোবরডাঙার শিল্পায়নে স্টুডি ও থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হল নিউ দিল্লীর সার্কেল থিয়েটার আয়োজিত এবং কাঁচরাপাড়ার অন্যতম নাট্যদল ফিনিক প্রযোজিত নাটক স্বপ্ন পূরণ। এদিন গুরুতেই সার্কেল থিয়েটারের অন্যতম নাট্যব্যক্তিত্ব সদ্যপ্রয়াত সুমিত বিশ্বাস (গোপ) এর স্মৃতি

চারনায় অংশ নেন শিল্পায়ন নাট্য সংস্থার কর্ণধার ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর অন্যতম সদস্য আশিস চট্টোপাধ্যায়, প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব ও গোবরডাঙার প্রাচীন নাট্যদল রূপান্তর এর পরিচালক বার্ষিয়ান শ্যামল দত্ত ও দিল্লী সার্কেল থিয়েটারের অন্যতম সদস্য ও গোবরডাঙা মৃদঙ্গম এর পরিচালক ও বিশিষ্ট অভিনেতা বরুণ কর। সকলেই বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা ও নাট্য প্রশিক্ষক প্রয়াত সুমিত বিশ্বাসের নাট্য আন্দোলনে অবদানের কথা স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন।

কাঁচরাপাড়া ফিনিক এর সহযোগিতায় নিউ দিল্লীর সার্কেল থিয়েটার আয়োজিত এদিনের নাট্যানুষ্ঠানে ফিনিক এর নাটক ছাড়াও মঞ্চস্থ হয় গোবরডাঙা রূপান্তর প্রয়োজিত নতুন নাটক কবিগুরুর কাব্য নাটক বিসর্জন অবলম্বনে আত্মাহুতি। শুরুতে ফিনিক এর বাস্তবধর্মী নাটক স্বপ্ন পূরণ এর কাহিনী, আলো, আবহ এবং কুশীলবদের প্রানবন্ত অভিনয় হল ভর্তি দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। সুকুমার এর চরিত্রে কৌশিক ঘোষ ও মায়ার চরিত্রে অমিতা সেনের অনবদ্য অভিনয় এবং শিশু শিল্পী জয়ের চরিত্রে ছোট্ট সুদীপ্তা দাসের প্রাণখোলা অভিনয় সকল দর্শকের মনিকোঠায় স্থান করেন নেয়। এদিন শেষ নাটক গোবরডাঙা রূপান্তর প্রযোজিত ও শ্যামল দত্ত নির্দেশিত নবতম প্রযোজনা আত্মাহুতি উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধকরে।

প্রতিষ্ঠা দিবসে গাইঘাটার মধুসূদনকাটি সমবায়ে রক্ত দিলেন ৭৪ জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গ্রীষ্মের দিনের রক্তের সংকট কাটাতে বিগত বছর গুলির মতো এবারও সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবসে এক স্বেচ্ছারক্তদান শিবিরের আয়োজন করে জেলা তথা রাজ্যের সেরা গাইঘাটার মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি কর্তৃপক্ষ। গত ২৭ জুন সমিতির ৬৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে অনুষ্ঠিত ২৭ তম স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে ৭৪জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।

রক্ত সংগ্রহ করেন কলকাতার সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও কর্মীগণ। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্লাড ডোনারস ফোরামের সদস্যগণ রক্তদাতা, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক সহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান সমিতির সভাপতি কালিপদ সরকার ও সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস।

সভাপতি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কালিবাবু জানান, এদিন সমিতি পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩৯ জন সদস্যা দীর্ঘ লাইন দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রক্তদান করেন। তিনি আরও জানান, রক্তদান উৎসব উপলক্ষে এদিন সমিতি প্রাঙ্গনে মছলন্দপুর বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের পক্ষ থেকে সচেতনতামূলক শিবির করা হয়।

মিড-ডে মিলের খাবার গরুকে খাওয়ানোর কথা বলা নিয়ে বিতর্ক

প্রতিনিধি ঃ বিজেপি নেতার ফেসবুক পোস্ট নিয়ে বিতর্ক বাধলো বনগাঁয়। বুধবার বনগাঁ পৌরসভার বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডল ফেসবুকে এই পোস্টটি করেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, বনগাঁ হাইস্কুলের গেট দিয়ে তিন মহিলা বালতি করে খাবার নিয়ে যাচ্ছেন। একজন তাদের প্রশ্ন করলে তারা জানাচ্ছেন, গরুকে খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছে। দেবদাস বাবু বলেন, স্কুলের মিড-ডে মিলের খাবার কি করে স্কুলের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন? বনগাঁবাসীদের সচেতন করতে এই পোস্ট করেছি। স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্যই এটা ঘটেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করব, ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিতে। বনগাঁ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কুনাল দে জানান, "মহিলারা ঘাবড়ে গিয়ে গরুর কথা বলে ফেলেছেন। অতিরিক্ত খাবার যারা রান্না করেন, তারা বাড়িতে নিয়ে যান। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।" তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে, অভিযোগ সত্যি হলে তদন্ত করা হবে।"

ঠাকুর বাড়ির মন্দিরকে সামনে রেখে

প্রথমপাতার পর...

তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের অভিযোগের বিষয়ে বিজেপির বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, "শান্তনু ঠাকুর ব্যবসা করছেন, এটা ভিত্তিহীন অভিযোগ। তৃণমূলই ঠাকুরবাড়িতে কালীমালিপ্ত করেছেন, বদনাম করেছে। ঠাকুরবাড়িকে ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছে।

তিনি আরো বলেন, ২০২৪ এর আগেই বিশ্বজিৎ দাসকে জেলে যেতে হবে। আমার তিন পুরুষের কেউ আমি ছাড়া জেল খাটেনি। তৃণমূল চক্রান্ত করে আমাকে মাদক আইনে ফাঁসিয়েছিল।

এদিনের সভাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "অটোচালক টোটো চালকদের ভয় দেখিয়ে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সভায়। তবুও সভার মাঠ ভরেনি।"

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

গোবরডাঙ্গায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত নাট্যায়নের নাট্যমেলা

প্রতিনিধি ঃ গোবরডাঙ্গার পৌর টাউন হলে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যায়ন নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন পৌর প্রধান শংকর দত্ত, উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর সদস্য সচিব হৈমন্তি চট্টোপাধ্যায়, অন্যতম সদস্য আশিস চ্যাটার্জী, গোবরডাঙ্গা থানার ওসি অসীম পাল, সাংবাদিক বিপ্লব কুমার ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ আইচ প্রমুখ। বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ও প্রশিক্ষক ভবেশ মজুমদারের নির্দেশনায় উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন স্থানীয় নৃত্যাপ্লনার সদস্যবৃন্দ। নাট্যায়নের কর্ণধার নারায়ণ বিশ্বাস জানান, এবারে নাট্যায়ন সম্মান প্রদান করা হয় অভীক ভট্টাচার্য ও সুরজিৎ পালকে। দুটি পর্যায়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নাট্যায়ন মঞ্চস্থ করে তাদের নতুন নাটক 'রাস্তা'। খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলির সদস্যা স্কুল ছাত্রী শরণ্যা বিশ্বাসের কথা বলা পুতুলের অনুষ্ঠান নাট্যায়ন নাট্যমেলাকে আকর্ষনীয় করে তোলে।

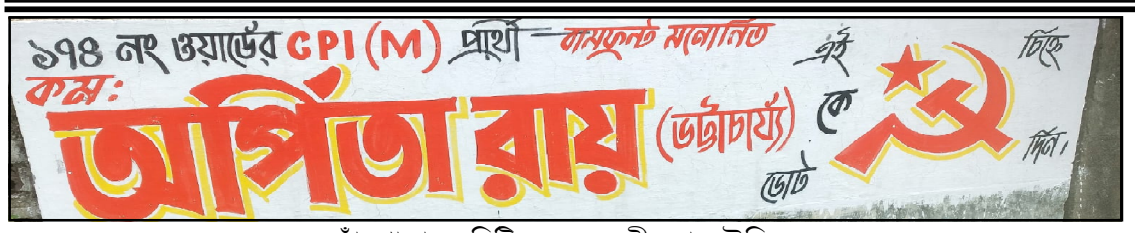

চাঁদপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন নীরেশ ভৌমিক

সম্পর্ক গড়ে নিউ পি সি জুয়েলার্স

HALL MARK

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-'র

পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

- আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
- আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
- পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
- আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।
- পাইকারী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
- সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
- কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে উভয়ের জন্য)।
- অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কারিগররা পরিচয়পত্র সহ যোগাযোগ করুন।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
- দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।

আমাদের এখানে প্রতি বৃহস্পতিবার বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী
ওম প্রকাশ শর্মা

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

- বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
- এছাড়াও সমস্ত রকমের কন্ট্রাক্ট লেন্সের সুব্যবস্থা আছে।
- আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে।
- আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
- আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।
- চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যোগাযোগ করুন
  আমাদের ফোন নং ৮৯৬৭০২৮১০৬

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

ভাইয়ের হাতে দাদা খুন, এলাকায় চাঞ্চল্য

প্রতিনিধিঃ ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক চলছিল বড় ভাইয়ের। অভিযোগ, সে সময় ছোট ভাই বড় ভাইয়ের মাথার পেছনে মোটা লাঠি দিয়ে আঘাত করলে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে বড় ভাই। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে বড় ভাইকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসক। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার রামপুর খড়ের মাঠ এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম জয়দেব সরকার (৫৩)। অভিযুক্ত ছোট ভায়ের শ্যাম সরকার। মৃত জয়দেবের ছোট ভাই শ্যাম। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ করা হয়নি। দেহটি ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

এলাকা সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে ছোটো ভাই তার বড়ো ভাইয়ের উপর চড়াও হয়, এবং কাঠ দিয়ে মাথায় সজোরে বাড়ি মারে। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে জয়দেব। স্থানীয়রা রাতে তাকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা করে।

পরিবার ও স্থানীয়রা জানিয়েছে, শ্যাম দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে এসে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অশান্তি করত। মৃত ব্যক্তির মেজ ভাই সহদেব সরকারের দাবি, পরিবারের তিন ভাইয়ের সম্পত্তি ভাগ হয়ে গিয়েছে। ও বড় দাদার সঙ্গে একই ঘরে থাকতো। গতকাল রাতে মদ খেয়ে এসে দাদার সঙ্গে অশান্তি করছিল ছোট ভাই শ্যাম। কিছু সময় পরে দেখি দাদা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। শ্যাম বড় কাঠ দিয়ে দাদার মাথায় বাড়ি মেরেছে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

নির্দল প্রার্থীদের বহিষ্কার করল বনগাঁ তৃণমূল

প্রতিনিধি ঃ দিন কয়েক আগে নির্দল প্রার্থীদের মূল স্রোতে ফিরে আসার জন্য তৃণমূল জেলা সভাপতি ৭২ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন। দল থেকে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। সেই হুমকি কাজে এলো না। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রায় ২০ জন নির্দল প্রার্থীদের দল থেকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করল বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস।

তিনি বলেন, 'দলের পক্ষ থেকে ১৪১৮ জন প্রার্থী হয়েছে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলায়। বনগাঁ মহাকুমায় ৮-৯ জন ও স্বরূপনগরে ১১ জন নির্দল প্রার্থী রয়েছে। যারা দলের কথা না শুনে নির্দল থেকে নির্বাচনে লড়ছে। তাদেরকে আজ অনির্দিষ্টকালের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হল। তাঁরা কখনো দলে ফিরতে চাইলেও দলের দরজা চিরতরের মত বন্ধ হল তাদের জন্য।'' এ বিষয়ে বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ আইওয়াশ। যাদেরকে আজকে দল থেকে বের করছে, কালকেই তাদেরকে দলে ফিরিয়ে আনবে। এটা তৃণমূলের ব্যবসা।

প্রসঙ্গত গত ২৩ তারিখ শুক্রবার তৃণমূলের বনগাঁ জেলা কার্যালয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে বিশ্বজিৎ দাস নির্দল প্রার্থীদের দলে ফেরার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, ''নির্দল প্রার্থীরা লিফলেট বিলি করে প্রার্থীদের সঙ্গে প্রচারে বেরিয়ে মূল স্রোতে ফিরে আসুন। দল আপনাদের মূল্যায়ন করবে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না এলে অনির্দিষ্টকালের জন্য তৃণমূল বহিষ্কার করবে।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**